যুগান্তর

তারিখ ০৯ MAY ২০১৮
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ছাত্রীদের যৌন হয়রানি

আহসানউল্লাহর সেই শিক্ষকের স্বীকারোক্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌস। কীভাবে কত দিন ধরে ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করতেন সে বর্ণনাও দিয়েছেন আদালতে। আদালত পুলিশের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই পার্থ কুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির বিষয়টি রোববার যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুই দিনের রিমান্ড শেষে শনিবার আসামি মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে আদালতে হাজির করা হলে তিনি ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করেছেন বলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তবে তা ছাত্রীদের সম্মতিতে হয়েছে বলে ওই শিক্ষক স্বীকারোক্তিতে বলেছেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উইমেন সাপোর্ট ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের এসআই আফরোজ আইরিন কলি আসামিকে আদালতে হাজির করে জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। এতে বলা হয়, আসামি বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের পড়া বোঝানো; অ্যাসাইনমেন্ট, টিউটরিয়াল, গ্রুপ ডিসকাস, থিসিস মূল্যায়ন, চারিত্রিক সনদ দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাইয়ে দেয়ার কথা বলে একাধিক ছাত্রীকে যৌন হয়রানিসহ আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের এক ছাত্রীকে সুবিধা দেয়ার কথা বলে আসামির নিজ বাসায় নিয়ে শ্লীলতাহানি করেন। শিক্ষার্থীর অশালীন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য আসামি ওই ছবিগুলো তার হেফাজতে রেখেছেন। একইভাবে আরও তিন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলে আপত্তিকর ছবি তুলেছেন। আসামির কাছ থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।

ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল্লাহ আল সায়েম ৩ মে রাতে রাজধানীর কল্যাণপুর থানায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন। এরপর ওই রাতেই কল্যাণপুরের বাসা থেকে মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৪ মে তাকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। আদালত তাকে দুই দিনের রিমান্ড দিয়েছিলেন। এর আগে ৩০ এপ্রিল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তিনি তেজগাঁও আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৬ বছর কর্মরত ছিলেন।